যায়যায়দিন

12

তারিখ.... 2 JAN 2012...
পৃষ্ঠা...20... কলাম.... 8......

বিনা কারণে বরখাস্ত

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ২৬ জনের নামে বরিশালে মামলা

বরিশাল অফিস

মাদ্রাসা বোর্ড-চেয়ারম্যান, বরিশাল জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক ও
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ইউএনও ও মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি ও জেলা
আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক সৈয়দ আনিচুর রহমানসহ ২৬ জনের নামে
মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বরিশাল সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে
সোমের্তবান মহিলা দাখিল মাদ্রাসার আয়া কোহিনুর বেগম বিনা কারণে বরখাস্ত
করার অভিযোগে মামলাটি করেন।

আদালতের দেয়া তথ্য মতে, বিসিসির ৬নং ওয়ার্ড হাটখোলার সোমের্তবান মহিলা
দাখিল মাদ্রাসায় ১৯৯২ সালের ২০ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী
বা আয়া পদে কিছু মহিলা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৯৯৩
সালের ১ ফেব্রুয়ারি হারুন হাওলাদারের স্ত্রী কোহিনুর বেগম আয়া পদে নিযুক্ত
হয়। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মাফিক কাজ এবং একনিষ্ঠার জন্য ২০০২ সালে তিনি
এমপিওভুক্ত হন। কোহিনুরকে সুযোগ পেলেই মাদ্রাসার সুপার ও ম্যানেজিং
কমিটির সম্পাদক মওলানা রফিকুল ইসলাম যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিত।
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সুপার বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ফেলার হুমকি দিতেন।
এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের ২৮ মার্চ একা কক্ষে ডেকে কহিনুরকে লাঞ্ছিত
করা হয়। এ ঘটনায় ১৫ এপ্রিল বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালে
একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনা ভিন্নস্থানে প্রবাহিত করতে কৌশলে কেন
মামলা দায়ের করা হয়েছে- মর্মে কোহিনুরকে ৮ মে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ
দেয়া হয়। সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারণ দর্শানো হলেও ষড়যন্ত্র নিবৃত্ত হয় না।
এক পর্যায়ে কোহিনুরের বেতন ভাতা স্থগিত করে দেয়া হয়। বিনিময়ে মামলা
তুলে নেয়ার শর্ত দেয়া হয়। কিন্তু কোহিনুর সে প্রস্তাবে রাজি না হলে পুনরায়
মামলা দায়েরের কারণ জানতে চেয়ে দ্বিতীয়বার চলতি বছরের ২৪ মে কারণ
দর্শাতে বলা হয়। এবারো কারণ দর্শায় কোহিনুর। কিন্তু তাতে কমিটির মনঃপূত
হয় না। ফলে চলতি বছরের ১১ অক্টোবর তাকে বরখাস্ত করা হয়। এ নিয়ে
ইতোমধ্যে সুপারের অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়। কোহিনুর
সামাজিকভাবে অনেক দেন-দরবার করেও সুবিচার না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার
আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি গ্রহণ করলেও এখনো পর্যন্ত
কোনো নির্দেশ প্রদান করেনি।